وَقَفَاتٌ مَعَ بِدَايَةِ الْعَامِ الْهِجْرِيِّ

নতুন হিজরি বছরের শুরুতে কিছু শিক্ষণীয় দিক ও ভাবনা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ، مُجْرِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَمُجَدِّدِ الشُّهُورِ وَالأَعْوَامِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الشَّهْرَ المُحَرَّمَ فَاتِحَةَ شُهُورِ العَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الأَنَامِ، وَبَدْرُ التَّمَامِ، وَمِسْكُ الخِتَامِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الكِرَامِ، وَصَحْبِهِ البَرَرَةِ الأَعْلَامِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا تَعَاقَبَ النُّورُ وَالظَّلَامُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ؛ فَهِيَ أَرْبَحُ المَكَاسِبِ، وَأَجْزَلُ المَوَاهِبِ، وَأَسْمَى المَطَالِبِ؛ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহিমান্বিত বাদশা, অতি পবিত্র ও শান্তিদাতা। তিনি রাত ও দিনের আবর্তনকারী এবং মাস ও বছরের নবায়নকারী।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই; যিনি মুহাররম মাসকে (হিজরী) বছরের শুরু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; তিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ নেতা, পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তিময় এবং সব নবী-রাসূলদের সমাপনকারী (মিসকুল খিতাম)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গ, মহান ও পুণ্যবান সাহাবি এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন, যতদিন আলো ও আঁধারের আবর্তন থাকবে।

অতঃপর: হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে আল্লাহর তাকওয়া (ভীতি ও সচেতনতা) অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তাকওয়াই হলো সবচেয়ে লাভজনক অর্জন, সবচেয়ে বড় উপহার এবং সবকিছুর চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন: 'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে; তারাই মূলত সফলকাম।' (সূরা আন-নূর: ৫২)

আপনারা জেনে রাখুন, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কিছুর উদ্ভাবন (বিদআত); প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতের শেষ পরিণাম হলো পথভ্রষ্টতা।

সময়ের দ্রুত আবর্তন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

হে মুসলিম সমাজ! ইসলামী উম্মাহ আজ এক নতুন হিজরী বছরের সূচনালগ্নে উপনীত হয়েছে। এমন একটি বছর বিদায় নেওয়ার পর, যার সূর্য বহু দুঃখ-বেদনা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্মৃতি নিয়ে অস্তমিত হয়েছে। বিদায়ী বছরটি আমাদের কাজ-কর্মের সাক্ষী হয়ে চলে গেছে এবং আমাদের আমলনামার বিবরণী সাথে নিয়ে গেছে। সত্যিই, রাত ও দিনের এই পথচলা এবং মাস ও বছরের এই কেটে যাওয়া কতই না দ্রুত!!

তবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত সফল ব্যক্তি তো সেই, আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন, যে এই সময়ের পরিবর্তন ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে, এবং ঘটে যাওয়া বাস্তব চিত্র থেকে সতর্কবার্তা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ القمر: ٤

'আর অবশ্যই তাদের কাছে (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর) এমন সব সংবাদ এসেছে, যার মধ্যে (অবাধ্যতা থেকে) বিরত থাকার মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।' (সূরা আল-ক্বামার: ৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত: এক গৌরবময় ও কালজয়ী আদর্শ

হে ঈমানদারগণ! আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহর মনোনীত ও শ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সেই ঐতিহাসিক হিজরত। যে হিজরতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যের নানা রূপ এবং যার পরতে পরতে প্রকাশ পেয়েছিল মহানুভবতা ও মর্যাদার বাস্তব চিত্র।

এই হিজরত আজ উম্মতের জন্য এক অমূল্য নববী ভাণ্ডার, এক সুদৃঢ় বাস্তব কর্মপদ্ধতি এবং ইতিহাসের এক মহান উৎস। যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে নেতৃত্ব, গৌরব ও মর্যাদাবোধকে শক্তিশালী করে এবং এর আগামী প্রজন্মকে সঠিক ও সত্য পথ বেছে নেওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

মক্কী জীবনের কঠিন সংগ্রাম এবং হিজরতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আজ আমরা আপনাদের সাথে সেই গৌরবময় হিজরতের ঘটনা এবং এর পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা দান, সদ্ব্যবহার, আত্মত্যাগ ও উৎসর্গের সোনালী স্মৃতিগুলো স্মরণ করছি; যেন আমরা তা থেকে ধৈর্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বস্ততার প্রকৃত অর্থ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

আমাদের বিশ্বস্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে তাঁর কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কখনো সতর্কবার্তা আবার কখনো সুসংবাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রচারণাকে বৈচিত্র্যময় করেছেন। তিনি তাদের বিভিন্ন মজলিস ও সভাসমাবেশে যেতেন। এই পথে তাকে যে চরম কঠোরতা ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে নানামুখী চক্রান্ত, প্রলোভন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল, তার কোনো কিছুরই তিনি পরোয়া করেননি।

অবশেষে তাদের অন্যায়–অত্যাচার এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছাল যে, তারা নবীজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর ঘর ঘেরাও করল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাদের চোখের সামনে থেকেই তাঁর প্রিয় বন্ধুকে (খলীল) উদ্ধার করলেন এবং কাফেরদের কুচক্র তাদের নিজেদের দিকেই ফিরিয়ে দিলেন।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال: ٣٠]

‘আর স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য কিংবা দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। তারা চক্রান্ত করছিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করছিলেন, আর আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।’ (সূরা আল-আনফাল: ৩০)

হিজরতের অনুমতি এবং ইসলামের বিজয় যুগের সূচনা

যখন এই কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ চরম আকার ধারণ করল এবং ঈমানদারদের ওপর কষ্ট ও নির্যাতন তীব্র হয়ে উঠল, তখন মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন; যেন তিনি সেখানে মুমিনদের মাঝে অবস্থান করতে পারেন, মুশরিকদের ওঁৎ পেতে থাকা চক্রান্ত থেকে নিরাপদে থাকেন এবং রাব্বুল আলামীন তাঁর জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন, তা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ফলে তাঁর এই হিজরত হয়ে উঠেছিল আশার এক নতুন আলো, বিজয়ের শুভ সূচনা এবং মক্কা থেকে হিজরত করে যাওয়া সাহাবিদের বিজয়ী ও সফল বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসার এক মহা মানচিত্র। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ [القصص: ٨٥]

যিনি তোমার ওপর কুরআন (এর বিধান) অবধারিত করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই তোমার মূল প্রত্যাবর্তনস্থলে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন। (সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নবীজির এই হিজরতের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করলেন এবং কষ্ট ও যন্ত্রণার একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের অবসান ঘটালেন। এই হিজরত ছিল সত্যের আলো এবং শিরক ও অজ্ঞতার অন্ধকার-বীভৎসতার মাঝে এক চূড়ান্ত ফয়সালাকারী বা বিভাজক রেখা। আর এরপরেই ইসলামের শাসন ও বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا [الإسراء: ٨١]

'আর বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।' (সূরা আল-ইসরা: ৮১)

হিজরতের প্রকৃত অর্থ এবং এর প্রকারভেদ

হে একত্ববাদে বিশ্বাসী তাওহীদি সমাজ! যিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হিজরতের ঘটনা এবং এর মধ্যে নিহিত শরঈ হেদায়েত ও জাগতিক অলৌকিক নিদর্শনসমূহ (মুজিযা) নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন, তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, সম্মান, গৌরব ও জমিনে প্রতিষ্ঠা লাভ কখনোই সম্ভব নয় তাওহীদ (একত্ববাদ), দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন), রাব্বুল আলামীনের দিকে ধাবিত হওয়া এবং তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া।

যেমনটি আমাদের প্রতিপালক তাঁর কিতাবে এরশাদ করেছেন:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ – [الذاريات: ٥٠]

অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫০)

হিজরতের প্রকারভেদ: হিজরত দুই প্রকার-

প্রথম প্রকার হলো শারীরিক বা ভৌগোলিক হিজরত: অর্থাৎ শিরকের দেশ থেকে ইসলামের ভূখণ্ডের দিকে চলে যাওয়া। এটি তখন প্রযোজ্য হয়, যখন মানুষ মহান ও সর্বজ্ঞাত প্রতিপালকের ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং নামায, যাকাত ও রোযার মতো ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় বিধান ও ইবাদতসমূহ পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন একজন মুমিন ব্যক্তি তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়।

মুহাজির গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না:

যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا – النساء: ١٠٠

‘আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে হিজরত করে বের হয়, অতঃপর (পথেই) তার মৃত্যু এসে তাকে পেয়ে বসে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর ওপর অবধারিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা আন-নিসা: ১০০)

দ্বিতীয় প্রকার হলো আত্মিক বা অন্তরের হিজরত:

এই হিজরত হলো একত্ববাদ (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাকুলতা নিয়ে এবং তাঁর অবাধ্যতা ও অসন্তুষ্টির কাজগুলো থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া; পাশাপাশি তাঁর নির্ধারিত শরীয়ত ও ওয়াজিব বিধানসমূহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলা।

নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

‘প্রকৃত হিজরতকারী (মুহাজির) তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে।’ (বুখারী: ১০, মুসলিম: ৪০)

হিজরি ক্যালেন্ডারের সূচনা এবং ইসলামের মাঝে প্রকৃত সম্মান

আর এই (আত্মিক) হিজরতই হলো ঈমানের বিশুদ্ধতা ও এর মূল ভিত্তির সুস্থতার প্রধান শর্ত। এটি একজন মুসলমানের জন্য জীবনভর পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক কর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করা যায় না।

আর এই কারণেই সম্মানিত সাহাবিদের অন্তরে হিজরতের মর্যাদা ছিল আকাশচুম্বী। তাঁরা মানবজাতির সামনে এর ফযীলত ও বিধান ফুটিয়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তাঁরা উম্মতের গৌরবময় ইতিহাস ও সভ্যতার মর্যাদার প্রতি সম্মান জানিয়ে, এর দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান লক্ষ্যকে স্মরণ করে এবং মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, এই হিজরতকেই প্রতিটি নতুন বছরের সূচনার ঐতিহাসিক রেফারেন্স এবং মাস ও দিন গণনার স্বীকৃত মাধ্যম (হিজরী সন) হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা এই নতুন বছরের শুরুতে আপনাদের তাওবা নবায়ন করুন। নিজের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হওয়ার এই আত্মিক হিজরতের সফরে বেশি বেশি নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করুন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পরিণাম, সুনিশ্চিত সুখ এবং অজস্র কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত মর্যাদার পথ

যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, দ্বীনকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোনো মুসলমানের অবস্থা কখনো উন্নত হতে পারে না। আর রাব্বুল আলামিনের দিকে

ফিরে আসা এবং নবী-রাসূলদের দেখানো পথ অনুসরণ করা ছাড়া কেউ কখনো প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

যেমনটি আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন:

«إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبِ العِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ»

'আমরা এমন এক জাতি যাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতএব, আল্লাহ আমাদের যে বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে যদি আমরা সম্মান খুঁজি, তবে আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।' (মুস্তাদরাক হাকেম)

জীবনের কল্যাণ প্রার্থনা ও প্রথম খুতবার সমাপ্তি

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবনের শেষ আমলগুলোকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমলে পরিণত করুন, আমাদের শেষ বয়সকে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম সময়ে রূপান্তর করুন এবং যে দিন আপনার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, সেই দিনটিকে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বানিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম আবেদন শ্রবণকারী এবং সবচেয়ে উদার আশার স্থল।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِمَهَا، وَخَيْرَ أَعْمَارِنَا أَوَاخِرَهَا، وَخَيْرَ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ، إِنَّكَ خَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ. بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

মহান আল্লাহ আমার এবং আপনাদের জন্য এই মহিমান্বিত কুরআনকে বরকতময় করুন। এই কুরআনের ভেতরে যে সমস্ত আয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ রয়েছে, তা দ্বারা আমাকে ও আপনাদেরকে উপকৃত করুন।

আমি আমার এই বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং আমার ও আপনাদের সমস্ত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর তাঁরই দরবারে তাওবা করছি। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الحَمْدُ للهِ عَلَى صَلَاحِ الحَالِ، وَحُسْنِ العَوَاقِبِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ عَلَى أَمْرِهِ غَالِبٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المُجْتَبَى بِأَشْرَفِ المَنَاقِبِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُرْتَقِينَ لِأَعْلَى المَنَازِلِ وَالمَرَاتِبِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ سَبَبُ نَصْرِكُمْ، وَعِصْمَةُ أَمْرِكُمْ، وَتَاجُ عِزِّكُمْ، وَرَمْزُ قُوَّتِكُمْ.

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সার্বিক অবস্থা ভালো রেখেছেন এবং সবকিছুর শেষ পরিণাম সুন্দর করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই; তিনি তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্তের ওপর পূর্ণ বিজয়ী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; যিনি সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত ও মনোনীত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবিদের ওপর অজস্র শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন, যাঁরা ঈমান ও আমলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

অতঃপর: হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন (তাকওয়া অবলম্বন করুন)। কারণ আল্লাহর এই তাকওয়াই হলো আপনাদের বিজয়ের মাধ্যম, আপনাদের সমস্ত বিষয়ের সুরক্ষাকবচ, আপনাদের সম্মানের মুকুট এবং আপনাদের শক্তির মূল প্রতীক।

আশূরা ও মুসা (আ.)-এর বিজয়: যালিমের পতন ও মযলুমের মুক্তি:

হে ঈমানদার আল্লাহর বান্দাগণ!

নতুন বছরের শুরুতে আমরা যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করি এবং যা থেকে অবিরত গভীর শিক্ষণীয় দিকগুলো মনে করিয়ে দিই, তার মধ্যে অন্যতম হলো, আল্লাহর বন্ধুদের (মুমিনদের) প্রতি তাঁর সাহায্য এবং শত্রুদের ওপর তাঁর প্রতিশোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এটি ইতিহাসের এক বিশাল ও গৌরবময় ঘটনা, যা যুগের পর যুগ এবং একের পর এক সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের পরও চিরকাল অমর হয়ে আছে। আর তা হলো, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর মহান রাসূল, আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আলাইহিস সালাম)-কে বিজয়ী করেছিলেন এবং অবাধ্য, অহংকারী অত্যাচারী ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন; তার বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন, বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাদের জন্য সমুদ্রকে চিরে

রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এর আগে তারা ছিল চরমভাবে লাঞ্ছিত, দাসত্বে আবদ্ধ ও দুর্বল। কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার পর তারা লাভ করল বিজয়, নিরাপত্তা ও জমিনে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

এ ঘটনা থেকে আমাদের জানা উচিত যে, ক্ষমতার দাপট, নির্যাতন ও জুলুম যতই তীব্র হোক আর যতই দীর্ঘ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বন্ধুদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসাই হলো চূড়ান্ত বাস্তবতা।

আর যারা অত্যাচারী ও জালেমদের পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য এর মধ্যে কত বড় শিক্ষা রয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তির যে হুমকি বা অঙ্গীকার, তা তাদের ওপর একদিন আপতিত হবেই, হোক তা কিছুকাল পরে।

অতএব, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ঘটনা এবং পবিত্র আশুরার দিন, এই দুটি দিনই হলো ইসলামের ইতিহাসে চিরন্তন বিজয়ের দিন। এই মহান বিজয়ের স্মরণে ঈমানদারদের চোখ জুড়িয়ে যাওয়া উচিত, আর অত্যাচারী ও বাতিলের আহ্বানকারীদের উচিত সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের সীমালঙ্ঘন ও গোঁড়ামি থেকে ফিরে আসা।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: ٣٧].

"নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর আছে অথবা যে একাগ্রচিত্তে কান পেতে শ্রবণ করে।" (সূরা ক্বাফ: ৩৭)

মহররম মাসের নফল রোযা ও আশুরার অফুরন্ত ফযীলত

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর পবিত্র মহররম মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো, এ মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব বা উত্তম।

যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ

"রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোযা।" (মুসলিম: ১১৬৩, আবু দাউদ: ২৪২৯, তিরমিযী: ৪৩৮, নাসাঈ: ১৬১৩)

আর বিশেষ করে এই মাসের দশম তারিখ তথা আশূরার দিনের রোযা রাখা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ; কারণ এই একটি রোযার মাধ্যমে বিগত একটি পুরো বছরের (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

আশূরা দিবসে রোযা রাখার ফযীলত:

হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশূরার দিনের রোযার ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التِي قَبلَه» [أخرجَهُ مُسْلِمٌ].

"আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, তিনি এর মাধ্যমে বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" (মুসলিম: ১১৬২, আবু দাউদ: ২৪২৫, তিরমিযী: ৭৪৯, ইবনে মাজাহ: ১৭৩০)

পাশাপাশি, আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) বিরোধিতা করার জন্য এবং কল্যাণ ও সওয়াব আরও বাড়িয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার আগের দিনও (মহররমের ৯ তারিখে) তাসূ'আর দিন রোযা রাখার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন:

لَئِنْ بَقِـيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই (আশূরার সাথে) নবম তারিখেও রোযা রাখব। (মুসলিম: ১১৩৪)

নতুন বছরের সূচনা হোক পুণ্যময় ইবাদত ও দুরুদের মাধ্যমে

অতএব, হে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত সফল ব্যক্তিবর্গ! আপনারা আপনাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিন। আপনাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এই দুটি দিন (মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ) রোযা রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। কতই না চমৎকার ও সহজ একটি আমল, যার বিনিময়ে নির্ধারণ করা হয়েছে কত বিশাল প্রতিদান ও সওয়াব!

প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যিনি (পুণ্য অর্জনের এই বিশেষ) মৌসুমগুলোকে ভালো কাজের মাধ্যমে লুফে নেন এবং নিজের নতুন বছরটিকে উত্তম ইবাদত, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু করেন।

এর পাশাপাশি, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আপনারা জেনে রাখুন, সবচেয়ে বেশি সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো, আদম সন্তানদের মধ্যে যিনি স্মরণে ও মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহান সত্তার ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম (দুরুদ) পাঠ করা। তিনি বহু অলৌকিক নিদর্শন, স্পষ্ট প্রমাণ এবং চমৎকার ও জ্যোতির্ময় চরিত্রের অধিকারী।

নিশ্চয়ই আপনাদের প্রতিপালক আপনাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে এরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [الأحزاب: ٥٦].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত (রহমত) বর্ষণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর ওপর সালাত পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৬)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبَّنَا ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ، وَالضَّرَّاءَ وَالْبَأْسَاءَ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا النِّعَمَ، وَادْفَعْ عَنَّا النِّقَمَ، وَزَكِّ نُفُوسَنَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَثَبِّتِ الْأَرْضَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ক্ষমা, নিরাপত্তা ও কুয়েতের সার্বিক সমৃদ্ধির প্রার্থনা

হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও রহমত বর্ষণ করুন আমাদের নবীজির ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবিদের ওপর।

হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীকে ক্ষমা করে দিন, তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সবাইকে।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর থেকে সব ধরনের বিপদ-আপদ, মহামারী, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দূর করে দিন। আমাদের ওপর আপনার নেয়ামতসমূহ সর্বদা বজায় রাখুন এবং সব ধরনের আজাব ও গজব থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করে দিন, নিশ্চয়ই আপনিই অন্তরের সর্বোত্তম পবিত্রতাকারী।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদের দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি কুয়েত রাষ্ট্র ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে হেফাজত করুন। এই দেশটিকে এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর দেশকে নিরাপদ ও শান্তিময় বানিয়ে দিন; আর মুসলমানদের পায়ের নিচে জমিনকে সুদৃঢ় রাখুন (তাদের শক্তি ও স্থায়িত্ব দিন)।

হে আল্লাহ! আমাদের আমির এবং তাঁর যুবরাজকে এমন সব কাজের তাওফিক দান করুন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যার ওপর আপনি সন্তুষ্ট হন। তাঁদের উভয়কে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

আর আমাদের সর্বশেষ আহ্বান হলো, সব প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।

খুতবা প্রণয়নে: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)